John Donne

Born 1572, London, England
Died 1631, London, England
Occupation Poet, priest, lawyer
Nationality English
Genres Satire, Love poetry, elegy, sermons
Literary movement Metaphysical

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

ক. সমাজ পরিবার ও ব্যক্তি বিধৃত জীবনকে শুধুমাত্র উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের পরিবর্তে মূখ্যত বুদ্ধিসচেতন, বিশ্লেষণধর্মী, দার্শনিক মনোভঙ্গি নিয়ে উপলব্ধির প্রয়াস জন ডান-এর অভিষ্ট লক্ষ্য ছিল। জীবনের হতাশা নিরাশা, ধূসর ভবিষ্যতের উষর মরুতে বিচরণ না করে তিনি জীবনকে তৃণে-শস্যে, ফুলে-ফসলে সফল দেখতে চান। আর এই মানসে তিনি প্রত্যয়ী, পরিশ্রমী। তাঁর প্রত্যয়ী মনোভাব তাঁকে পৌছে দিয়েছে খ্যাতির উচ্চাসনে। তিনি আবিষ্কার করলেন স্বতন্ত্র কাব্যধারা। 'ম্যাটাফিজিক্যাল' কবিতা।

ম্যাটাফিজিক্যাল কবিদের গুরু জন ডান জন্ম করেন ১৫৭২ সালে লন্ডনে। তিনি ছিলেন তাঁর বাবা মায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁর মাও ছিলেন শিল্প-সাহিত্য ঘেঁষা পরিবারের সদস্যা। তাঁর মা ছিলেন নাট্যকার John Heywood-এর বোন। জন ডান-এর পিতা একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। যখন জন ডান-এর বয়স মাত্র চার বছর তখন তাঁর বাবা পরপারে পাড়ি জমান। জন ডান শিক্ষা জীবন কাটিয়েছেন অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজে। তবে ধর্মীয় কারণে তিনি ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি।

ব্যক্তিগত জীবনে জন ডান ছিলেন উচ্চাভিলাষী। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। প্রেম ছিল এক অভিজাত পরিবারের কন্যার সাথে এবং এই প্রেমের কারণে তাঁকে কিছুদিন জেলও খাটতে হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে, অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের মতো জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেও শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে তিনি ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি। পরে ডান ধর্মের উপর লেখাপড়া করেন, ধর্মান্তরিত হন। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে অ্যাংলিকান ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর তিনি পাদ্রী এবং বিখ্যাত গির্জা সেন্টপলস্-এর উপাচার্যও হয়েছিলেন। কোনো ইংরেজ কবির পক্ষে গির্জার উপাচার্য হওয়ার ঘটনা বিরল। ধর্মের উপর পড়াশোনা, পাদ্রী এবং শেষ অবধি গির্জার উপাচার্য হওয়ায় জন ডান-এর জীবনে ধর্ম গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তিনি ছিলেন ধর্মানুরাগী। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আরও বেশি ধর্মানুরাগী হয়ে পড়েন।

যে সময় জন ডান কাব্য চর্চায় হাত দেন সে সময় এলিজাবেথীয় যুগের সহজ সাবলীল কাব্য ধারার অস্তায়মান অবস্থা। কাব্য হয়ে উঠল বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। যুক্তি নির্ভর গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন এসব চলে এল কবিতার পাতায়। আসল উদ্ভট কল্পনা আর উদ্ভট উপমা। আর এই ধারার কবিদেরকে ব্যঙ্গ করে বলা হতো 'ম্যাটাফিজিক্যাল পোয়েটস্' যার অর্থ হচ্ছে 'দার্শনিক কবিদল'। এই কবি গোষ্ঠীর কেহই দার্শনিক ছিলেন না। তবে এদের কবিতায় দার্শনিকসুলভ ভাব-ভাষা, শব্দ, উপমা ব্যবহার হতো বলেই এদের এরূপ নামকরণ। আর জন ডান হচ্ছেন ম্যাটাফিজিক্যাল কবিদের অগ্রদূত।

জন ডান ছিলেন উইলিয়াম শেকস্পীয়র, ক্রিষ্টোফার মার্লো, এডমন্ড স্পেন্সার এদের মতো শক্তিমান কবিদের সমসাময়িক। ফলে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে কাব্য জগতে নিজের স্বতন্ত্র আসন গড়ে নিতে।

কারণ তখন এসব কবিরাই তো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। স্পেন্সারের শত শত সনেট তখন প্রকাশিত হচ্ছে।

জন ডান ছাড়াও ম্যাটাফিজিক্যাল কবিদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

কবি	সময়কাল
জর্জ হারবার্ট----------	১৫৯৩ — ১৬৩৩
রবার্ট হেরিক ----------	১৫৯১ —১৬৭৪
জন সাকলিং ----------	১৬০৯ —১৬৪২
রিচার্ড ক্র্যাশ ----------	১৬১৩ —১৬৪৯
রিচার্ড লাভলেস----------	১৬১৮ —১৬৫৭
আব্রাহাম কাউলে----------	১৬১৮ —১৬৬৭
এ্যান্ড্রু মারভেল----------	১৬২১ —১৬৭৮
হেনরি ভন----------	১৬২১ —১৬৯৫

খ. জন ডান মৃত্যুবরণ করেন লন্ডনে, ৩১শে মার্চ ১৬৩১ সালে। জন ডান এর গ্রন্থগুলোর নাম নীচে দেয়া হলো ঃ

১.	সিওডু মার্টার ----------	১৬১০ সাল
২.	এন এনাটামি অব দি ওয়ার্ল্ড (ফার্স্ট এ্যানিভার্সারি) ----------	১৬১১ ,,
৩.	এ্যানিভার্সারিজ ----------	১৬১১-১৬১২ ,,
৪.	লাভস আলকেমি, হোলি সনেটস্ -----	১৬০৭-১৬১২ ,,
৫.	অব দি প্রগ্রেস অব দি সৌল ---------	১৬১২ ,,
৬.	কনসেইটস্ ডেথস ডুয়েল----------	১৬৩১ ,,
৭.	সংস এ্যান্ড সনেটস্ ----------	১৬৩৩ ,,
৮.	বাইয়াথানাটোস্ ----------	১৬৪৪ ,,

শেষ দু'টি বই হচ্ছে গদ্য রচনা।

গ. আবার ফিরে আসি জন ডানের কবিতার জগতে। তাঁর কবিতায় বিষয় বৈচিত্র এবং উপমার বৈচিত্র সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। ম্যাটাফিজিক্যাল কবিতার বৈশিষ্ট্যানুসারে তিনি উদ্ভট উপমা টানলেও তার পর পরই যুক্তির জোরে (জোরের যুক্তি নয়) উপমাটাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন নিপুণ দক্ষতায়। 'The Good Morrow' কবিতায় কবি বলেছেন ঃ

'My face in thine eye, thine in mine appears,
And true plain hearts do in the faces rest,
Where can we find two better hemispheres
Without sharp north, without declining west?
Whatever dies, was not mixed equally.'

আবার 'A Valediction : Forbidding Mourning' কবিতায় তাঁদের দুই প্রেমিক প্রেমিকাকে কম্পাসের দুই বাহুর সাথে তুলনা করেছেন এবং এর পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন মজবুতঃ

'If they be two, they are two so
As stiff twin compasses are two,
The soul the fixed foot, makes no show
To move, but doth, if the other do.
And though it in the centre sit,

Yet when the other far doth roam,
It leans, and hearkens after it,
And grows erect, as that comes home.'

এই কবিতারই শেষ স্তবকে কবি বলেছেন যে, কম্পাসের একটি বাহু স্থির থাকে, স্থান পরিবর্তন করে না বলেই অপর বাহু চারদিক ঘুরে সঠিকভাবে বৃত্ত অঙ্কন করতে পারে। অর্থাৎ তাঁর প্রেমিকা তাঁর উপর বিশ্বাসে স্থির আছে বলেই তিনি জীবনের কক্ষপথ সঠিকভাবে পরিভ্রমণ করতে পারছেন। এবং কম্পাসের বহির্বাহুর মতোই ফিরে আসতে পারছেন, যেখানে থেকে শুরু করেছেন সেখানেঃ

'Such wilt thou be to me, who must
Like th'other foot, obliquely run;
Thy firmness makes my circle just,
And makes me end, where I begun.'

এ ধরনের কষ্ট কল্পিত উপমা উদাহরণ অনেক সময় লেখনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সুন্দরীর অলক তিলকের মতো।

প্রেমের মালঞ্চে জন ডান আশাবাদী প্রেমিক। দেহকামনাহীন প্রেমে তিনি বিশ্বাসী নন। শুধু হতাশা, শুধু নিরাশা, শুধু দীর্ঘশ্বাস, শুধু অশ্রু নয় বরং সফল প্রেমের পক্ষে তিনি। গভীর প্রেমের পক্ষে তিনি। প্রিয়ার লজ্জাবনত অক্ষিযুগল তাঁকে আকর্ষণ করে প্রবলভাবে। এক মুহূর্তের জন্যও প্রিয়ার চোখ থেকে চোখ ফিরাতে চান না। 'The Sun Rising' কবিতায় তিনি বলেন ঃ

'Thy beams, so reverend, and strong
Why shouldst thou think?
I could eclipse and cloud them with a wink
But that I would not lose her sight so long.'

এ যেন রবীন্দ্রনাথের ঃ

'কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মোদের মিলন।'

প্রেমের ক্ষেত্রে আঁখিতে আঁখিতে মিলন প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় তোলপাড় করা এক অবর্ণনীয় অনুভূতি। প্রেম যেখানে গভীরতা প্রাপ্ত হয়, মান অভিমান যেখানে ঘনত্ব প্রাপ্ত হয় সেখানেই দৃষ্টির এই দৃষ্টি নন্দন অনুভূতি উপলব্ধি সীমায় ধারণ করা সম্ভব। আর ডানের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। তিনি খাঁটি প্রেমিক। প্রেম, জীবন কাননে কোমল পায়ে পদার্পণ করতে পারে যে কোনো সময়। এ ব্যাপারে কোনো ছকে বাঁধা নিয়ম নীতি নেই। কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেয়া আদর্শ প্রেমিকের আদর্শ নয়। কেননা, 'যে প্রেমিক কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দেয়, সে মোটেই প্রেমিক নয়।' জন ডান এ ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞান বা সময় জ্ঞানের পরিচয় দিতে রাজি নন। 'The Sun Rising' কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ দুই লাইনে কবি বলেন ঃ

'Love, all alike no season knows, nor clime,
Nor hours, days, months, which are the rags of time.'

এ যেন ডঃ ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠে ঃ

'সময় বা অসময়
এখন না তখন,
ফাগুন, শাওন বুঝে প্রেম আসে না।
সে সময় কখনো বুঝে না,
প্রেম, সময় কখনো বুঝে না।'

ডান নারীর কোমল করস্পর্শের যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, গভীর আস্থায় বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করেন, মরণও তাঁকে তাঁর প্রিয়া থেকে পৃথক করতে পারবে নাঃ

'Two graves must hide thine and my corse.
If one might, death were no divorce.'

তেমনি দু'একটা কবিতায় নারীর প্রতি বিদ্বেষ এবং অবিশ্বস্ততাও প্রকাশ পেয়েছে বেশ তীক্ষ্ণভাবে। Song: (Go and Catch a Falling Star) কবিতায় কবির খেদোক্তিঃ

'If thou be'est born to strange sights,
Things invisible to see,
Ride ten thousand days and nights,
Till age snow white hairs on thee,
Thou, when thou return'st, wilt tell me
All strange wonders that befell thee,
And swear
No where
Lives a woman true, and fair.

If thou find'st one, let me know,
Such a pilgrimage were sweet,
Yet do not, I would not go,
Though at next door we might meet,
Though she were true, when you met her,
And last, till you write your letter,
Yet she
Will be
False, ere I came, to two or three.'

শেষ স্তবকের শেষাংশে কবি বলছেন যে, যদিও একটা নারীকে বিশ্বস্ত পাওয়া যায় তবুও তাকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাকে একটা চিঠি লিখতে যে সময় অতিবাহিত হবে, অতটুকু সময়ের মধ্যেই সে অবিশ্বস্ত হয়ে যাবে। প্রতারণাপূর্ণ হয়ে যাবে। কবি আসতে আসতেই সে প্রেম বিলাবে আরো দু'তিন জনকে। নারী লোভী। এরা একজনে তৃপ্ত হতে চায় না। তাই নজরুল তার দোলন চাঁপা'য় বলেছিলেন ঃ

'এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!

নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূর্জা পায়, এরা তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়' এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন!'

'Twicknam Garden' কবিতায় নারীর প্রতি কবির বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

'Alas, hearts do not in eyes shine,
Nor can you more judge women's thoughts by tears,
Than by her shadow, what she wears.'

ছলনাময়ী নারী জাতটাকে অশ্রু দেখে বিচার করা যায় না। অশ্রু দেখে তার ভালবাসার খাঁটিত্ব বিচার করা যায় না। অশ্রু, অস্ত্র হিসাবেও তারা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে পুরুষের হৃদয়রাজ্য দখল করার জন্য অথবা পুরুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য। এ প্রসঙ্গে নজরুল বলেন ঃ

'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল।

এ শুধু শীতের মেঘে, কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—এ নহে বাদল
এ নয় আঁখি জল।'

তবে জন ডানের কবিতায় সর্বত্রই একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে যুক্তির প্রখরতা। প্রবল আবেগের সাথে সবল যুক্তির আড়াআড়ি বুননে তাঁর লেখনীয় গাঁথনি হয়েছে শক্ত সুঠাম। শুধু তরল আবেগে গা ভাসিয়ে দেননি অথবা শুধু নীরস যান্ত্রিক যুক্তি দিয়ে কবিতাকে বিরস করে তোলেননি। বরং এ দু'য়ের সু সমন্বয় সাধন করেছেন সিদ্ধহস্ত শিল্পীর দক্ষ তুলির টানে। আবেগ এবং যুক্তির একটা সমানুপাতিক সম্বন্ধ তিনি তৈরি করেছেন তাঁর লেখায়। এই সমানুপাতিক মিশ্রণ সম্পর্কে তিনি নিজেই 'The Good Morrow' কবিতায় বলেছেন ঃ

'মিশ্রিত নয় সামানুপাতে ভাঙ্গে সেটা ভাঙ্গে।'

আবেগে, উল্লাসে, সংযমে, যুক্তিতে, বিষয় বৈচিত্রে নিঃসন্দেহে ম্যাটাফিজিক্যাল কবিদের গুরু ডান একজন উচ্চ মার্গের সাহিত্যরসবেত্তা। তাই বেন জনসন বলেছিলেন, 'কোনো কোনো বিষয়ে ডান বিশ্বের প্রথম কবি', স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তো ডানের কবিতার উদ্ধৃতি টেনেছেন তার 'শেষের কবিতায়ঃ

'For God's sake hold your tongue, and let me love.'

The Sun Rising

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

ব্যস্ত, বৃদ্ধ, বোকা, অবাধ্য সূর্য,
এমন কর কেন তুমি,
জানালা, পর্দা ভেদি এলে কেন আমাদের কাছে?
তোমার গতির সাথে মিল রেখেই কি প্রেম করতে হবে?
উদ্ধত, দাম্ভিক, দুরাত্মা, যাও ভর্ৎসনা কর
দেরি করা স্কুল বালকদের, বেয়াড়া শিক্ষানবীশদের,
যাও, রাজার শিকারিদের বল, রাজা যাবেন শিকারে,
পিঁপড়াগুলোকে ডাক এবং শস্য কণা আহরণের কথা বল;
প্রেম, ইহার কোন কাল নেই, দেশ নেই,
ঘণ্টা নেই, দিনক্ষণ নেই, মাস নেই, এসবই তো মহাকালের ছিন্ন ন্যাকড়া।

তোমার রশ্মি উজ্জ্বল, জোরাল
তুমি নিজেকে কি মনে কর?
আমি পারি ম্লান, মেঘাচ্ছন্ন করে দিতে এক পলকে তোমার সকল আলো,
কিন্তু ততক্ষণ আমার প্রিয়ার দৃষ্টি হতে আমি বঞ্চিত হতে চাই না;
যদি তার দিঠিতে তোমার দিঠি অন্ধ না হয়ে যায়,
তবে আমাকে বল, আগামীকাল দিবাবসানে,

মশলা আর সোনার খনির দুই ইন্ডিজ
যেখানে তুমি রেখে এসেছিলে, সেখানে আছে? না কি এখানে আমার সাথে?
যেসব রাজাদের দেখেছিলে গতকাল,
তাদের কথা সবাই শোন, এখন তারা সবাই এই বিছানায়।

আমার প্রিয়াতে সকল রাষ্ট্র, আমিই সকল রাজকুমার,
অন্য কিছু নই।
রাজকুমারদের কর্ম তুচ্ছ খেলা, আমাদের তুলনায়,
নকল, সকল সম্মান, সকল সম্পদ।
সূর্য তুমি আমাদের সুখের অর্ধেক নিয়ে যাও,
কারণ সারা বিশ্ব এখানে সংকুচিত;
বৃদ্ধ বয়সে তোমার আরাম দরকার, যেহেতু তোমার কর্তব্য
পৃথিবীকে উষ্ণ রাখা, আমাদেরকে উষ্ণ রাখলেই সেটা হয়ে যাবে
আমাদেরকে উদ্ভাসিত করলে সারা পৃথিবী উদ্ভাসিত হবে;
এই বিছানাটাই তো তোমার কেন্দ্র, এই দেয়ালই তো তোমার কক্ষপথ।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জন ডান তাঁর "The Sun Rising" কবিতায় সূর্যের প্রতি অভিযোগ এনেছেন এইভাবে যে সূর্যটা বড়োই দুরন্ত আর অবুঝ। সূর্য সব গোপনীয় স্থানগুলোতে আলো ফেলে। আলো ফেলে আনাচে কানাচে সর্বত্র/ সে প্রেমিক প্রেমিকার গোপন দিকটিতেও আলো ফেলে সব প্রকাশ করে ফেলে। কবি সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, সূর্য যেন প্রেমিক প্রেমিকার বাসর শয্যায় উঁকি না দিয়ে, বিচার বুদ্ধিহীন মানুষদের কাছে উপস্থিত হয়। যে সব বালকেরা দেরিতে বিদ্যালয়ে আসে তাদের গালি দিতে বলেছেন কবি, কৃষকদের কৃষি কর্ম শেখাতে, শিকারিদের শিকারের কৌশল শেখাতে ডাকতে বলেছেন। এরপর কবি হুঁশিয়ারি দেন, তিনি সূর্যকে ঢেকে দিতে পারেন যে কোনো সময় মেঘের আবরণে। কবি শেষে বললেন, সূর্যদেবের এখন অনেক বয়স হয়েছে তার এখন বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত, তার উচিত কোনো গোপনীয় স্থানে আলো প্রদান না করা। মোট কথা, এ কবিতায় কবি কৌতুক আর রহস্যচ্ছলে সূর্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

কাব্যিক মূল্যায়ন

জন ডানের সুললিত এই প্রেমের কবিতায় কবি সূর্যের প্রতি অভিযোগ করেছেন। সূর্যটা বড়োই অবুঝ, ব্যস্ত আর দুরন্ত, একেবারেই অদ্ভুত আচরণ তার। সূর্য যেন প্রেমিক প্রেমিকার গোপনীয়তাকে মোটেই আমল দেয় না। সর্ব সময়ে প্রকাশ করে দেয় গোপন ভালোবাসা, জানালার পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়ে প্রেমিক প্রেমিকার নিরিবিলি করে। কবি বলছেন, হে সূর্য তুমি বিচার বুদ্ধিহীন হতভাগাদের কাছে যাও। আর যে সব বালকেরা দেরীতে বিদ্যালয়ে আসে তাদের গালি দাও, শিকারি ও কৃষকদের শিকার কর্মে আর কৃষি কর্মে ডাকো। সূর্য দেবকে হুশিয়ারী দিয়ে বললেন, আমি তোমার আলোক রশ্মি ঢেকে দিতে পারি মেঘের আবরণে। কিন্তু আমি আমার প্রেমিকা হতে চোখ সরাতে চাইনা, যদিনা তার দৃষ্টি পাতে তুমি অন্ধ না হয়ে যাও। দীর্ঘদিন পার হয়ে গেছে, এবার তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু কর্তব্যও আছে তোমার পৃথিবীকে আলো দান করার। মোট কথা কবি সূর্যকে নিষেধ করেছেন তার ভালোবাসায় যেন উঁকি দিয়ে জ্বালাতন না করে।

A Valediction: Forbidding Mourning

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

ধার্মিক লোকেরা চলে যায় নম্রভাবে,
ফিস্‌ফিস্ করে বলে আত্মাগুলোকে, চলে যেতে,
যখন তাদের কিছু দুঃখ কাতর বন্ধু বলে,
এখনই নিঃশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বলে, নাঃ

তাই আমাদেরকে আলাদা হয়ে যেতে দাও কোন হৈ চৈ ছাড়া,
কোন অশ্রুর বন্যা নয়, নয় কোন দীর্ঘশ্বাসের ঝড়,
ইহা আমাদের আনন্দকে অপবিত্র করে ফেলবে
সাধারণ লোকদেরকে আমাদের প্রেমের কথা বলে।

ভূমিকম্প বয়ে আনে ক্ষতি এবং ভীতি,
মানুষ হিসাবে করে ইহা কি করত যদি হত,
কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রের কম্পন,
অনকে দূরে হলেও নির্দোষ।

নির্বোধ পার্থিব প্রেমিকদের ভালোবাসা
(যাদের আত্মা হচ্ছে দেহ) স্বীকার করতে পারে না
অনুপস্থিতি, কারণ যদি ইহা চলে যায়
তবে চলে যায় সব জিনিস যেগুলো ইহা গঠন করেছিল।

কিন্তু আমাদের প্রেম এতো বেশি পরিশুদ্ধ
যে, আমরা জানি না ইহা কি,
মনের আভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা,
অমনোযোগী থাকে চোখ, ঠোঁট আর হাতের স্পর্শ হারালেও।

যেহেতু আমাদের দু'টি হৃদয় এক,
যদিও আমি যাই, ইহা কোন
ফাটল সৃষ্টি করবে না বরং বৃদ্ধি ছাড়া,
যেমন স্বর্ণকে পিটিয়ে বাতাসী পাতলা করা হয়।
যদি তারা দু'টি হয় তবে তারা দু'টি
যেমন মজবুত কম্পাস দুই বাহু বিশিষ্ট,
তব আত্মা অনড় বাহু, করে না
নড়াচড়া, অন্যটি যদিও করে।

আর ইহা স্থির থাকে কেন্দ্রে,
যখন অন্যটি ভ্রমণ করে দূরে,

ইহা হেলে পড়ে, সামান্য হয় উদ্বিগ্ন, অন্যটির প্রতি,
এবং থাকে খাড়া অন্যটি না ফেরা পর্যন্ত।

তুমি আমার প্রতি এমনই থাকবে, অবশ্যই
পছন্দ কর অন্য বাহুকে, একটু হেলে থাকবে
তোমার দৃঢ়তা আমার বৃত্তকে সঠিক করবে,
আর আমাকে শেষ করতে দেবে, যেখানে থেকে আমি শুরু করেছিলাম।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জন ডান তাঁর "A Valediction Forbiding Mourning" কবিতায় তাঁর প্রেমিকার প্রতি গভীর ভালোবাসা আর নিষ্ঠার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কারো কারো মতে, এ কবিতাটি কবি তাঁর স্ত্রী এ্যানিমোরকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছেন। কবি এক সময় কয়েক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তাঁর এই অনুপস্থিতে তাঁর পত্নী বিয়োগ ব্যথায় কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি তাঁর পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমাদের এই আলাদা হওয়ার বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শোকাবহ করে তুলো না। এটা আনন্দকে অপবিত্র করে দেবে। কবি বলেন, তার প্রেম এতোটাই খাঁটি যে তিনি দূরে সরে এলেও তাদের দুজনার প্রেম খাঁটি ও নিখাদ, সাময়িক এই দূরত্ব তাদের মাঝে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না, ঠোঁট আর হাতের স্পর্শ না পেলেও মনের ভেতরের আবেগ, ভালোবাসার কোনোরূপ ঘাটতি হবে না। যেহেতু দুজনের হৃদয় এক সে কারণেই দুজনের ভালোবাসায় কোনোরূপ ফাটল তৈরি হবে না। কবি তাঁর পত্নীকে বলেন, তুমি তোমার ভালোবাসায় সর্বদা স্থির থাকবে আমি যতো দূরেই থাকি না কেন। তোমার এই ভালোবাসার দৃঢ়তাই আমাকে স্থির রাখবে। মোট কথা কবি তাঁর পত্নীকে এই বলে এ কবিতায় সান্তনা দেন যে, খাঁটি ভালোবাসার কোনো পরিবর্তন ঘটে না ভালোবাসার জন যতো দূরেই অবস্থান করুক না কেন।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জন ডান তাঁর "A Valediction Forbiding Mourning কবিতায় তাঁর স্ত্রী এ্যানিমোরকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে। কবি এক সময় ফ্রান্সে বেড়াতে গিয়েছিলেন কিছু দিনের জন্য। সে সময় কবির স্ত্রী তাঁর বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। কবি তাঁর পত্নীকে সান্ত্বনা দেন এই বলে যে, তাঁর স্ত্রী যেন তাঁর এই দূরে থাকার দিকটিকে বেশি গুরুত্ব সহকারে না দেখে, সে যেন এটা নিয়ে বেশি হৈচৈ করে সাধারণ মানুষদের কানে পৌছে না দেয়, কবি মনে করেন, সাধারণ মানুষের কানে পৌছলে তাদের গভীর ভালোবাসা নিয়ে তারা হয়তো ব্যঙ্গ করবে। ভালোবাসার মাঝে কালিমা লেপন করা হবে। কবি বলেন, তিনি সাময়িকভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হলেও তাঁর আত্মা তো পড়ে রয়েছে পত্নীর কাছেই। নির্বোধ প্রেমিকরা যেমন শুধু ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেহটারই মূল্য দেয়, কবি কিন্তু তা নন, তিনি আত্মিক প্রেমে বিশ্বাসী। কবি মনে করেন তাঁর পত্নী ও তিনি এক আত্মা এক সূত্রে বাঁধা, এই বন্ধনকে সাময়িক অনুপস্থিতি আলাদা করতে পারবে না। কবির প্রেম মজবুত শক্ত বাঁধনে আটকা। কোনো রকম খাদ নেই তাঁর ভালোবাসায়। কবি চান তাঁর স্ত্রীও যেন এটা মনে করে। আর তাঁর ফেরা না পর্যন্ত সে যেন তাঁর ভালোবাসায় স্থির থাকে, সে যেন কখনোই মনোকষ্টে ভুগে তার শরীরকে জীর্ণ করে না ফেলে, সে যেন সর্বদা কবির প্রতি অনুরক্ত থাকে, যেহেতু তাদের দুজনের ভালোবাসা পরিশুদ্ধ আর খাঁটি। দুজনের মাঝে আছে গভীর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনের

নিশ্চয়তা। কবি বলেন তারা দুজন একটি কম্পাসের মজবুত দুটো বাহু, কোনো ক্রমেই যেন অন্য বাহুটি হেলে না পড়ে। কবি এখানে তাঁর পত্নী প্রেমের গভীর পরাকাষ্ঠা প্রদান করেছেন এ কবিতায়। কবিতার প্রতিটি ছত্রে তাঁর পত্নীকে সান্ত্বনা আর সাহস জোগাতে গিয়ে নিখাদ ভালোবাসার প্রমাণ রেখেছেন। মোট কথা কবি এ কবিতায় নিজেকে একজন সত্যিকার খাঁটি প্রেমিক হিসেবে জাহির করেছেন এবং তাঁর পত্নীও যেন তাঁর প্রতি সে রকমই বিশ্বস্ত থাকে এবং প্রেমে অটল থাকে এমন ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

The Canonization

অনুবাদ: জয়নুল আবেদীন

মূল কবিতা

খোদার দোহাই, তোমার মুখটাকে কর সংযত, আমাকে ভালবাসতে দাও।
নতুবা তিরস্কার কর আমার অবসতাকে, না হয় আমার বাত রোগকে,
আমার পাঁচটি ধূসর চুলকে, অথবা অবজ্ঞা কর আমার দুর্ভাগ্যকে
তোমার সম্পদরাজির সাথে তুলনা করে, তোমার মানসিকতাকে কর উন্নত।
গড় তোমার ভবিষ্যৎ, আস একটা ভাল অবস্থায়
তার[১] সম্মান এবং যশ দেখ
না হয় হও রাজার মতো অর্থশালী, দেখবে টাকার মাঝে তার মুখোচ্ছবি
সাধনা কর, তুমি যা চাও তা পাবে
আর আমাকে শান্তিতে ভালবাসতে দাও।

হায়! হায়! আমার ভালবাসার দ্বারা কেউ হয়েছে আহত?
আমার দীর্ঘশ্বাসের বায়ুতে ডুবেছে কি কোন বণিকের জাহাজ?
আমার ভালবাসার অশ্রুতে তলিয়ে গেছে কি কোন কৃষকের মাঠ?
আমার শীতকাল কি বসন্তের আগমনকে বিলম্বিত করেছে?
আমার শিরায় শিরায় ভালবাসার যে উত্তাপ জমেছে
সেটা প্লেগ রোগে মৃত্যুর তালিকাকে বর্ধিত করেনি
সৈন্যরা এখনো যথারীতি যুদ্ধ করে, আইনজীবীরা এখনো পায়
মামলাবাজ মানুষ যারা বিবাদ বাধায়,
আমি আর প্রেয়সী পরস্পরে ভালবাসি।

তোমরা যা খুশি বল, আমরা ভালবেসেই যাবো
তাকে বল নতুবা আমাকে বল পালিয়ে যেতে,
আমরা হলাম মোমের বাতি, মরতে হয় মরবো,
আমরা একজন হলাম ঈগল, অপরজন ঘুঘু,
ফনিক্সের[২] ধাঁধা থেকেও বেশি বুদ্ধি আছে আমাদের

---

১ তার—রাজার।

২ ফনিক্স—গ্রীক পুরাণে বর্ণিত এক অদ্ভুত প্রাণী। মৃত্যুর পর নিজের ছাই থেকে পুনরায় জেগে উঠে।

আমরা দু'জনে একই বৃন্তে গাঁথা
তাই মৃত্যুর পর একই সেক্স নিয়ে
উঠব আবার একই ভাবে আর প্রমাণ
করব আমাদের প্রেমের রহস্য।

আমরা মরতে পারি, যদি ভালবাসার মাঝে বাঁচতে নারী।
আমাদের প্রেমের গল্প যদি যোগ্য না হয় সমাধি পাথরে এবং পর্বতে লেখার
ধরার কবিরা গেয়ে যাবে আমাদের গান
আমাদের ইতিহাস যদি না হয় লেখা, প্রমাণ করব
সুন্দর সুন্দর সনেটে ধরে রাখব ভালবাসা
যেমন করে ছাইদানি ধরে রাখে
মহৎ ব্যক্তির চিতাভস্ম, আধা একর জমিতে যে মহৎ ব্যক্তির সমাধিসৌধ,
এসব গীতির দ্বারা সবাই নিশ্চিত হবে
প্রেমের তরে আমাদের সন্ন্যাসীসুলভ পবিত্র মৃত্যু হলো।

তারপর জনগণ আমাদের তরে করবে প্রার্থনা, 'পবিত্র প্রেমে
একে অন্যকে দিয়েছ আশ্রয়;
তোমাদের কাছে প্রেম ছিল শান্তির আলোড়নের উৎস
তোমরা সারা পৃথিবীর সকল আত্মার
প্রতিফলন দেখেছিলে পরস্পরে চোখে
(তৈরি করে ছিলে এমন হৃদয়ের আয়না
যা দিয়ে সবাই দেখতে পেত সারা পৃথিবীকে),
দেশে দেশে, শহরে শহরে, দরবারে দরবারে খোঁজে সবাই
তোমাদের প্রেমের ন্যায় খাঁটি প্রেম'।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জন ডান তাঁর "The Canonization" কবিতায় ভালোবাসার তরে একটি নিরিবিলি ক্ষণ কামনা করেছেন। তিনি জগতের কারো বিরক্তি উৎপাদন করে, কারো সমস্যা সৃষ্টি করে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে চান না। তিনি একান্তে নিরিবিলি তাঁর প্রিয়াকে ভালোবাসতে চান। তিনি অন্যদেরকে বলেন তোমরা তোমাদের অর্থবিত্ত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো শুধু আমাকে নিরিবিলি ভালোবাসতে দাও। তিনি এটাও কামনা করেন তাঁর ভালোবাসার কারণে যেন কারো ক্ষতি না হয়, জগতে কোনো সমস্যা না ঘটে। মামলাবাজেরা মামলা করুক, সৈনিকেরা যুদ্ধ করুক, তাতে কবির কিছু যায় আসে না তিনি নীরবে তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবেসে যাবেন। কবি বলেন, তোমরা আমাকে যা খুশি তাই বলো, আমার কিছু যায় আসে না, আমি আর আমার প্রেমিকা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, আমরা ভালোবেসেই যাবো। যদি মরতে হয় এক সাথেই মরবেন কবি তাঁর প্রেমিকার সাথে। কবি বলেন, তিনি আর তাঁর প্রেমিকা একই সঙ্গীতের সুরে বাঁধা, একই কবিতার মাঝে জেগে রবে তাদের ভালোবাসার গাথা। মোট কথা কবি এখানে তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে নিভৃতে জীবন কাটাতে চান, তিনি জগতের কোনো কোলাহল চান না, সমস্ত কোলাহল হতে সরে গিয়ে একান্তে ভালোবাসার পরশ পেতে চান।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জন ডান তাঁর "The Canonization" কবিতায় তাঁর প্রেমিকাকে নিয়ে একটু নিরিবিলি স্থানের অন্বেষণ করেছেন। কবি চান, জগতের সকল কাজকর্ম নিজেদের নিয়মে চলুক। সম্পদলোভী যারা তারা সম্পদের সন্ধান করুক, সৈনিকেরা যুদ্ধে যাক, আইনজীবীরা আইন নিয়ে থাকুন, মামলাবাজেরা করুক মামলা তাতে কবির কোনো কিছু যায় আসে না, তিনি শুধু নিরিবিলি তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবাসতে চান। কবি বলেন, তাঁর এই ভালোবাসা তো কোনো কিছুর বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি এমনকি বসন্তকেও বিলম্বিত করেনি; তাঁর প্রেমের যে উত্তাপ সেটা তো প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটায়নি কিংবা তাঁর ভালোবাসার অশ্রুতে কোনো কৃষকের ফসলের মাঠও তো ডুবে যায়নি। অতএব, তাকে কেন বিরক্ত করা। তাঁর চাই নিরিবিলি স্থান যেখানে তিনি একান্তে তাঁর প্রেমিকার সাথে মিলিত হতে পারেন। কবি বলেন যে যাই বলুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, তাঁর প্রেমের কাছে মানুষের কানাকানি কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। লোকেরা যদি বলে প্রেমিকাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে তাহলে তিনি পালিয়েই যাবেন প্রেমিকাকে একান্তে ভালোবাসার কারণে। তবুও তিনি নিরিবিলি স্থান চান। কবি বলেন, তিনি ও তাঁর প্রেমিকা একই অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, মৃত্যুর পর আবারো দুজন একই বন্ধন বজায় রেখে জেগে উঠবেন। কবি মনে করেন তাদের এই ভালোবাসা নিয়ে কবিরা কবিতা রচনা করবে, গেয়ে যাবে অমর প্রেম গাথা। কবি আশা করেন, আপামর জনসাধারণ তাদের এই ভালোবাসার তরে প্রার্থনা জানাবে। সকল স্তরের মানুষ এই প্রেমের বন্ধনকে স্মরণ করে বলবে, এটা ছিল নিখাদ, খাঁটি প্রেমের বন্ধন। কবি বলেন যদি তাদের দুজনের ভালোবাসা ইতিহাসে স্থান না পায় তাহলে কবিরা তাদের ছোটো ছোটো সনেটগুলোতে ধরে রাখবে প্রেমের অমর গাথা। আর এই প্রেমের অমর কবিতার মাঝেই বেঁচে থাকবে কবির ভালোবাসা। সর্বশেষে বলা যায় কবি তাঁর প্রেমিকার জন্য এবং নিজের জন্য একটুখানি অবকাশ, একটুখানি নিরিবিলি স্থান প্রার্থনা করেছেন। কবির কামনা, এ পৃথিবীর কোনো নিরালা এক নিভৃত স্থানে তাঁর প্রেমিকাকে একান্তে ভালোবেসে যেতে চান আজীবন। এ কবিতায় কবির প্রেমিকার প্রতি কবির গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে।

Batter My Heart

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল কবিতা

ত্রয়ী ঈশ্বর, সজোরে আঘাত করো হৃদয়ে আমার
মৃদু মধুর হাওয়ার পরশে সরাও অসুস্থ মনের আবর্জনা
মনের যাতোনা কলুষতা জঞ্জাল পুড়িয়ে উঠবো জেগে
হবো দণ্ডায়মান, আমাকে তোমার শক্তির পরশ দিয়ে করো নতুনতর।
আমি চাই শত্রুপূর্ণ শহর দখলে নিক সাহসী শাসক,
বুঝেছি আমার হৃদয়ে শয়তান বেঁধেছে বাসা, আমি মনে প্রাণে তোমাকেই চাই প্রভু, যিনি মোর
হৃদয় হতে তাড়িয়ে অশুভ, গড়বেন শুভ নিবাস।
মানবের সকল ইন্দ্রিয় চালিত প্রভু তোমারি দয়ায়
আমার সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত করে আমাকে দেখাও সরল পথ,
আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বন্দি আজ শয়তানের হাতে।
আমার যাত্রা তোমারি পানে, তোমাকেই ভালোবাসি
শয়তান ঘিরেছে মোরে, ভাঙ্গো প্রভু মোর আর শয়তানের বন্ধন,
মুক্ত করো বন্দি দশা হতে, নিয়ে যাও পুণ্যতর পথে।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জন ডান কৃত "Holy Sonnets" গুচ্ছের এটি পনেরোতম কবিতা। কবি এখানে মহান ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেছেন, তিনি যেন তাঁর ভেতরের সকল পঙ্কিলতা আর আবিলতাকে সবলে আঘাত করে দূর করে দেন। কবির হৃদয়ে ঠাঁই নিয়েছে অশুভ শয়তান, এই শয়তানের কবল হতে নিজেকে মুক্ত করতে চান কবি। কবি মনে করেন মহান ঈশ্বরের স্পর্শ পেলেই সকল অশুভ দিকগুলো পালিয়ে যাবে। শুভ দিকগুলো স্থান করে নেবে কবির হৃদয়ে। কবি আকুলতা সহকারে কামনা করেছেন ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ। কবি মনে করেন তাঁর হৃদয়টা যেন একটা শহরের মতো, যে শহরটা দখল করে রেখেছে অশুভ শয়তান। কবি চান কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসক এসে যেন এই শহরের দখল নিয়ে কবিকে অশুভ বিষয় হতে মুক্ত করেন। কবি এখানে ন্যায়পরায়ণ শাসক বলতে ঈশ্বরের আগমনকেই কামনা করেছেন। কবি শেষে বলেন, তাঁর যাত্রা শুধুমাত্র মহান ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করে। কবির এই বিশ্বাস প্রবল যে একমাত্র মহান ঈশ্বরই কবিকে মুক্ত করতে পারেন সব রকম অশুভ শক্তি হতে, শয়তানের কবল হতে। মহান ঈশ্বরই পারেন কবির হৃদয়কে আবিলতা মুক্ত করতে।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জন ডান তাঁর "Batter my heart" শীর্ষক কবিতায় তাঁর হৃদয়ের মর্মপীড়ার দিকটি তুলে ধরেছেন। কবি মহান ঈশ্বরের স্পর্শ দ্বারা তাঁর মনের কলুষতা আর কদর্যতাকে দূর করার ইচ্ছে জ্ঞাপন করেছেন।

কবি শুরুতেই ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেছেন, ঈশ্বর যেন তাঁর হৃদয়ে জোরালো আঘাত করে হৃদয়ে সুমধুর নির্মল হাওয়া বইয়ে দিয়ে অন্তকরণকে পরিচ্ছন্ন করেন। কবি বলেন, মহান ঈশ্বর যদি তাঁর ভেতরের কলুষতা দূর করে তাঁর মাঝে পরিশুদ্ধতা আনেন তাহলে তিনি সেই স্পর্শ লাভ করে নবজীবন নিয়ে, নতুন করে নির্মল মানব রূপে দণ্ডায়মান হবেন। কবি এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, তাঁর অন্তরে শয়তানরূপী পাপাত্মা বাসা বেঁধেছে। তিনি তাঁর হৃদয়কে তুলনা করেছেন এক শহরের সাথে, যে শহর অরাজকতা, কলুষতা আর আবর্জনায় পূর্ণ। কবি চান কোনো পুণ্যবান শাসক, সাহসী শাসক এসে সেই আবিলতাপূর্ণ শহরকে দখল করে, সমস্ত আবর্জনা দূর করে, কলূষমুক্ত করে সে শহর শাসন করুক। কবি আসলে এখানে শাসক রূপে মহান ঈশ্বরকেই চাচ্ছেন। তিনি বলেন, মহান ঈশ্বরকে তিনি আকুলভাবে কামনা করেন, একমাত্র মহান ঈশ্বরই পারেন তাঁর হৃদয় জনপদের সকল ময়লা নোংরা দিকগুলো দূর করে দিতে। কবি সর্বদাই এটা স্মরণে রাখেন যে মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সবগুলোরই নিয়ন্ত্রক মহান ঈশ্বর। মহান ঈশ্বরই মানব সত্তার নিয়ন্ত্রক। কবি চান ঈশ্বর যেন তাঁর সকল ইন্দ্রিয় মাঝে অবস্থান করে সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করান। অন্তর হতে অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে সে স্থানে যেন তিনি গড়ে তোলেন অসাধারণ সুন্দর পুণ্যস্থান, আর সে পুণ্যভূমিতে যেন গড়ে তোলেন এক মহিমময় শুভ আবাসস্থল। কবি হতাশাগ্রস্ত এ কারণে যে, তাঁর হৃদয়ের আবাসস্থলে শয়তান নিবাস গড়েছে, কবি চান ঈশ্বর যেন তাঁকে সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন। শয়তান যেন কবিকে চারপাশ হতে কঠিন শৃংঙ্খলে আটকে রেখেছে, কবি চান ঈশ্বরের শক্তি যেন শয়তানের সে শৃংঙ্খল বেড়ী ভেঙ্গে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। মুক্ত করে, পুণ্যের পথে, আলোর পথে নিয়ে আসেন।

এ কবিতায় মহান ঈশ্বর সমীপে কবির সহজ সরল আত্মসমর্পণের দিকটি অসাধারণ মহিমায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

Death be not Proud

অনুবাদ: খুররম হোসাইন

মূল কবিতা

গর্বিত হয়োনা হে মৃত্যু, কেউ কেউ বলে
তুমি এতোটা শক্তিমান আর ভয়াল নও,
কেউ বলে এটা মৃত্যু নয়, ধ্বংস হয় না অনন্ত জীবন
নিঃশেষ করতে পারো না তুমি, মৃত্যু তো এক ধরনের নিদ্রা।
মৃত্যুর ছবি সে তো চিরকালীন বিশ্রাম আরামের স্থান,
যে কারণে পুণ্যবান মানুষেরা মরে যুবা কালে,
মৃত্যু তাদের শরীরের কারাগার হতে আত্মাকে মুক্ত করে,
এ কারণে মোরা মৃত্যুকে বলবোনা বড়োই ভয়াল।
মৃত্যুর দ্বারে ক্রীতদাস, অভাজন রাজার ক্ষমতা সকলই সমান।
বিষ, আফিমের নেশা, যুদ্ধাহত এসব হতেও অতি উঁচুমানের নিদ্রা এই মরণ
ও সবের চাইতে মরণকেই কেন বা জানাবোনা স্বাগতম?
মৃত্যুর পরে কবরে সে তো স্বল্পকালীন নিদ্রা
যখন মোদের স্বর্গে হবে ঠাঁই তখন মৃত্যু আর পাবে না নাগাল,
মৃত্যুই শেষ কথা নয়, মৃত্যুর পরও আত্মা রবে জেগে।

কবিতার সারসংক্ষেপ

কবি জন ডান রচিত "Holy Sonnets" গুচ্ছের এটি দশম কবিতা। কবি এখানে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন; অনেকেই বলে মৃত্যু অতোটা ভয়াল আর শক্তিমান নয়। কবি মনে করেন মৃত্যু এসে কখনোই অনন্ত জীবনকে ধ্বংস করতে পারে না। কবির মতে, মৃত্যু হচ্ছে স্বল্পকালীন কবর গৃহের নিদ্রা মাত্র, কিন্তু সামনে পড়ে আছে আছে অনন্ত স্বর্গীয় জীবন। কবি মনে করেন, মৃত্যু আসলে দেহের কারাগার হতে আত্মাকে মুক্ত করে, আত্মা মিলে যায় অনন্ত জীবন যাত্রায়, এ কারণে পুণ্যবান যুবারা অকালেই প্রাণ ত্যাগ করে। মৃত্যুর দরোজায় রাজা, ক্রীতদাস, অভাজন সবাই সমান। বিষের দাহ, আফিমের নেশায় মরণের কোলে ঢলে পড়ার চাইতে এই মৃত্যুকেই কবি স্বাগত জানিয়েছেন। কবি মনে করেন; মৃত্যুতে আত্মা শুধুমাত্র তাঁর খোলস বদলায়, অর্থাৎ দেহ পড়ে থাকে, আত্মা গিয়ে মিলিত হয় স্বর্গলোকে। কবি বলেন, ইহলৌকিক জীবনযাত্রা কিছু নয় পরলোকের অনন্ত জীবনটাই আসল, যেখানে মৃত্যুও যেতে ব্যর্থ হবে। অনন্ত স্বর্গলোকে ঠাঁই হলে আত্মার নাগাল পাবে না মৃত্যু। কবি এ কবিতার মধ্য দিয়ে আত্মার অবিনশ্বরতার কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

কাব্যিক মূল্যায়ন

কবি জন ডান তাঁর "Death be not Proud" শীর্ষক কবিতায় মৃত্যুর স্বরূপ ও মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মৃত্যু যে শক্তিধারী ভয়াল কোনো বিষয় নয় বরং শান্তির নিদ্রা এবং দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার যে মৃত্যু ঘটে না সে সম্পর্কে জোরালো যুক্তি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

কবি প্রথমেই জানান দেন, মৃত্যুকে ভয়ের কিছু নেই কারণ মৃত্যু কোনো ভয়াল বিষয় নয় আর প্রচণ্ড শক্তিমানও নয়। মৃত্যু হচ্ছে শরীরী মৃত্যু এতে শুধু জৈবিক দেহটারই পতন ঘটে, আত্মা তো অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু ঘটে না কখনোই। কবি ইঙ্গিত করেন, মৃত্যু হচ্ছে কবরস্থানে কিছুকাল পরম শান্তিতে নিদ্রার ব্যাপার। এরপরই আছে অনন্ত জীবন যাত্রা। জীবন কখনোই নিঃশেষ হয় না। মৃত্যুর গভীর নিদ্রা পার হয়ে আত্মার স্থান হয় স্বর্গলোকে। দেহের কারাগার হতে আত্মা বের হয়ে যাত্রা করে অনন্ত লোকে, শেষে স্থিত হয় স্বর্গলোকে, কবি বলেন, এ কারণেই পুণ্যবান মানুষেরা যুবাকালেই ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। মৃত্যু এসে তাদের জীবনকে দেয় চূড়ান্ত মহিমা, তাদের স্থান হয় স্বর্গলোকে। এখানে মৃত্যু সম্পর্কে একটি অমোঘ সত্যি বাণী উচ্চারণ করেন কবি, সেটি হলো, মৃত্যুর সামনে ক্রীতদাস, অভাজন, রাজা সবাই সমান। সব স্তরের মানবের মৃত্যুর চেহারা একই রূপ পরিগ্রহ করে। বিষজ্বালায়, আফিমের নেশায়, যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুর চাইতে এই সহজ সরল নিরাভরণ মৃত্যু অনেক শ্রেষ্ঠমানের, তাহলে এই সহজ সরল মৃত্যুকে কেন স্বাগত জানাবো না? কবি বলেন, মৃত্যু সেতো অল্প সময়ের নিদ্রার ব্যাপার। নিদ্রা হতে জাগরণ শেষে শুরু হবে আসল সত্যিকার জীবন যাত্রা। কবি বলেন আত্মার যখন স্বর্গলোকে ঠাঁই হবে তখন আর কোনো জরা ব্যাধি মৃত্যু তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না, সে জীবন হলো অনন্ত এক পুণ্যতর মহাজীবন যাত্রা। কবি এ কারণে উচ্চারণ করেন দৈহিক মৃত্যুটাই শেষ কথা নয়। মৃত্যুর পরও অনন্তলোকে স্বর্গীয় মহিমা নিয়ে আত্মা চির জাগরুক থাকে।